তারিখ 17 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সমকাল

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'গবেষণা' ১

# মান নেই অর্থ নেই, সাড়া নেই বিদেশেও

■ সাব্বির নেওয়াজ ও কামরান সিদ্দিকী

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় গবেষণা শুধু নামেই। গবেষণাশূন্য হয়ে পড়ছে এসব প্রতিষ্ঠান; নেই প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ। আবার বরাদ্দ থাকলেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ খাতে এক টাকাও খরচ করা হয় না। চলছে মানহীন গবেষণা। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত হচ্ছে না এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির মান। গত ১০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একাংশ গবেষণার চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া, কনসালট্যান্সি ও প্রেষণে অন্যত্র চাকরি করতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একে অপরের গবেষণাপত্র ও থিসিস চুরির ঘটনাও কম ঘটেনি। আবার এ সুযোগে বিদেশি কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোনো গবেষণা ছাড়াই উচ্চতর ডিগ্রি 'বিক্রি' করা হচ্ছে।

দেশের পুরনো ও সবচেয়ে বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পরিস্থিতি নিয়ে সমকাল কথা বলেছে গবেষক, গবেষণার তত্ত্বাবধানকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে। দেখা গেছে, ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেহাল চিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেটের ১ শতাংশের কম অর্থ গবেষণার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯টি গবেষণা কেন্দ্রের বেশির ভাগ সেমিনার আয়োজন করে দায়িত্ব শেষ করছে। সেখানে হচ্ছে না কোনো গবেষণা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল-পিএইচডির নামে চলছে যথেচ্ছাচার। পূর্ণকালীন গবেষকদের পরিবর্তে এখানে খণ্ডকালীন গবেষকদেরও পিএইচডি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, একজন শিক্ষক এক সেশনে সর্বোচ্চ পাঁচজন গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হতে পারেন। বাস্তবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান খানের অধীনেই এখন পিএইচডি করছেন ৩৪ জন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কো-সুপারভাইজার হিসেবে পাঁচজনের বেশি শিক্ষার্থী নেওয়া যায়। খণ্ডকালীন গবেষণার সুযোগে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদেরও অনেকে লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক এম আবুল কাশেম মজুমদারের অধীনে পিএইচডি করছেন। এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও তারা কীভাবে গবেষণা চালাতে পারছেন– জানতে চাইলে এই শিক্ষক মজা করে বলেন, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেই তারা ভর্তি হয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের এম মাহমুদুর রহমান নামের এক গবেষকের বিরুদ্ধে সিভিল সার্ভিস কলেজের শিক্ষক এম আলাউদ্দিনের মাস্টার্সের থিসিস চুরি করে ডিগ্রি নেওয়ার অভিযোগ পেয়ে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে আট শিক্ষকের বিরুদ্ধেও অপরের থিসিস চুরি করার অভিযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণের কারণে প্রকৃত গবেষকরা গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাচ্ছেন না বলেও জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক তার থিসিসে ১৩ লাখ লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বলে আজগুবি তথ্য দেওয়ায় তার ডিগ্রি বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এসব বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

### ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন

- ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টিতে গবেষণা খাতে এক টাকাও ব্যয় হয়নি
- ৬৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪২টির কোনো গবেষণা প্রকল্পই নেই
- ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে কোনো বরাদ্দ নেই

গবেষণার ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি

শিক্ষামন্ত্রী

দলীয়করণে সবকিছু ভেস্তে গেছে

ইউজিসি চেয়ারম্যান

## মান নেই অর্থ নেই

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম সমকালকে বলেন, এগুলো গবেষকদের ব্যক্তিগত সততার ব্যাপার। কেউ অন্যায় করলে তার দায়-দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

**নেই প্রয়োজনীয় অর্থ :** ইউজিসির সর্বশেষ ৪০তম বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ১৩১টি। একই সময়ে জাহাঙ্গীরনগরে ১০১টি, চবিতে ছয়টি ও রাবিতে মাত্র চারটি গবেষণা প্রকল্প চলেছে। দেখা গেছে, ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টিতে গবেষণা খাতে এক টাকাও ব্যয় হয়নি। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি এবং টেক্সটাইলভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাই আটটি। ৬৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪২টির কোনো গবেষণা প্রকল্প নেই। ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, গবেষণা বাবদ যাদের কোনো বরাদ্দই নেই। ২০১৩-১৪ সালে গবেষণা খাতে সর্বাধিক দুই কোটি ৭২ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যা মোট বাজেটের মাত্র শূন্য দশমিক ৯৩৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বাধিক এক কেটি ৭২ লাখ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। তবে মোট বাজেট অনুসারে গবেষণায় সর্বাধিক ১ দশমিক ৩৭ ভাগ ব্যয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের। সর্বাধিক ১৩৬টি গবেষণা প্রকল্পের দিক দিয়েও এগিয়ে রয়েছে বাকৃবি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) গবেষণার জন্য ব্যয় করেছে মাত্র ৫৫ লাখ টাকা। এক বছরে বুয়েটের গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা মাত্র সাতটি। সবচেয়ে কম শূন্য দশমিক ১৯ লাখ টাকা ব্যয় করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা খাতে এক টাকাও ব্যয় হয়নি এমন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পও পরিচালিত হয়নি।

গবেষণাশূন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি অনুমোদিত ৮২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশে রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুসারে গবেষণা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের ৯-এর ৬ ধারায় বলা হয়েছে, কমিশন নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দ রেখে তা ব্যয় করতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় ৬২ শতাংশ কোনো গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে না। আর এ বাবদ কোনো অর্থও বরাদ্দ রাখেনি প্রায় ২৮ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়।

**শিক্ষকরাও আগ্রহী নন :** অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ খোলা ও শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়লেও বছরে গবেষণার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ভাতা নামমাত্র, যা শিক্ষকদের জন্য অসম্মানজনক। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতা, লোকবল ও অর্থের অভাবে চাইলেও অনেক শিক্ষক গবেষণায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক জানান, ঢাকার বাইরে রাজশাহী ও চট্টগ্রামেও এখন অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ক্লাস নিলে মোটা অঙ্কের সম্মানী মেলে। শিক্ষকরাও সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে চান। ইউজিসির সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, দেশে গবেষণার সংস্কৃতিই আসলে গড়ে ওঠেনি। পদোন্নতির কারণ ছাড়া শিক্ষকরা গবেষণা করতে চান না। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই অবস্থা এ রকমই।

'কেন শিক্ষকরা গবেষণায় আগ্রহী হচ্ছেন না'– জানতে চাইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ও গবেষণায় জার্মানির চ্যান্সেলর পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ এ মামুন সমকালকে বলেন, 'গবেষণায় শিক্ষকদের অনাগ্রহী হওয়ার পেছনে শিক্ষক রাজনীতি দায়ী। যে শিক্ষক প্রশাসনের প্রতি একান্ত অনুগত, প্রশাসনিক ভবনে যার অবাধ যাতায়াত, তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদ-পদবিতে নিযুক্ত হন। অন্যদিকে, একজন শিক্ষক ভালো গবেষক হলেও তিনি প্রশাসনের প্রতি অনুগত না হলে তাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করা হয়। ফলে শিক্ষকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। সবাই তখন রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অধ্যাপক হয়ে যাওয়ার পরে প্রবন্ধ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকায় বেশির ভাগ শিক্ষকই গবেষণা করতে আগ্রহী থাকেন না। এর উদ্দেশ্য কেবলই পদোন্নতি, নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ নয়।'

এসব বিষয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, আগে ভালো শিক্ষকরা গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। এখন সবাই টাকার পেছনে ছোটেন। আগে পদোন্নতিতে গবেষণার মান, শিক্ষকের মেধা, পাঠদানের দক্ষতা এসব বিবেচনায় নেওয়া হতো। এখন দলীয়করণের প্রাধান্যের কারণে সবকিছু ভেস্তে গেছে। এটাই হলো বাস্তবতা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মানে কেবলই একাডেমিক ডিগ্রি নয়, সেখানে চাই উচ্চমানের গবেষণা। নইলে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে না, যুগের চাহিদা মেটাতে নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ না থাকলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব। তাহলে আর বিশ্ববিদ্যালয় রেখে লাভ কী? শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, গবেষণার বিষয়টি চিরকালই অবহেলিত। আমরা সরকারে আসার পর এতে গুরুত্ব দিয়েছি। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গবেষণা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছি। গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি গবেষণা প্রকল্পে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। তবে এগুলোই যথেষ্ট নয়। সরকারি-বেসরকারি, দাতাগোষ্ঠীসহ নানা উদ্যোগে গবেষণার পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। সনদ ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কঠোর আইন আছে। প্রয়োগও হচ্ছে। ধরা পড়লে কারও রেহাই নেই। শিক্ষা নিয়ে কাউকে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না।

**সনদ ব্যবসা :** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সনদ ব্যবসায়ীরা রমরমা ব্যবসা ফেদে বসেছেন। সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানীর জিগাতলা মোড়ে 'দ্য ইউনিভার্সিটি অব হনলুলু, ইউএসএর নামে পিএইচডি ডিগ্রি বিক্রি করছেন ড. সিরাজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। তিনি বেসরকারি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্টন শাখাও ইজারা নিয়ে চালান বলে অভিযোগ রয়েছে। এখান থেকে পিএইচডি কিনে ইউজিসিতে গিয়ে আটক হন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা অরুণ কুমার লাহিড়ী। একইভাবে ৭৭ কাকরাইলে আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি নামে এক প্রতিষ্ঠান মাত্র সাড়ে তিন লাখ টাকায় পিএইচডি বিক্রি করছে। এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইউজিসি মামলা করলে প্রতিষ্ঠানের মালিক ড. সেলিম ভুইয়া দু'দফায় জেল খেটেছেন। তিনি সম্প্রতি জেল থেকে বের হয়ে কমনওয়েলথ ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইসলেস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া ও আমেরিকান ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির নামে আবারও একই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবমতে, সারাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রিধারী চাকরি করছেন। ভুয়া পিএইচডি ঠেকাতে গত ১৫ এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে জানানো হয়, বাংলাদেশের কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখনও পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার অনুমোদন দেয়নি সরকার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন, সেগুলোর আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে বা কোনো দেশীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পিএইচডি কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদনও দেওয়া হয়নি।